

# ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

মূল

মুফতী মুনির আহমাদ হাফি.  
শাইখুল ইসলাম আল্লাম তকী উসমানী হাফি.

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক



## সূচীপত্র

---

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| সমস্ত ফিতনা থেকে বাঁচার কিছু আমল .....                                | ৮  |
| ইলমি ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য হেদায়েতের উপকরণ ও গোমরাহির<br>উপকরণ..... | ১৬ |
| আমলি ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য আমল .....                                 | ১৮ |
| ইখতিলাফ থেকে বাঁচার আমল .....                                         | ২০ |
| স্বাচ্ছন্দ্য এবং বরকতের ফিতনা থেকে রক্ষার আমল .....                   | ৩৩ |
| বিপর্যয় ও দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষার কিছু আমল .....                        | ৩৪ |
| দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষার আমল .....                                 | ৩৫ |
| ফিতনা যুগের চারটি আলামত .....                                         | ৩৯ |
| ফিতনার প্রকার .....                                                   | ৪১ |
| পথভ্রষ্ট নেতাদের চেনার আলামত.....                                     | ৪৭ |

## সমস্ত ফিতনা থেকে বাঁচার কিছু আমল

১. ফিতনা সম্পর্কে প্রথমে নিজে জানা এবং অন্যকে অবগত করা।

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার বড় একটি মাধ্যম হলো ফিতনা সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ মানুষের জন্য কোন কোন জিনিস ফিতনার কারণ হয় এবং কারা দ্রুত এই ফাঁদে পা দেয়। কেননা যে ব্যক্তি বিপদ সম্পর্কে অবহিত থাকে তার জন্য বিপদ থেকে বেঁচে থাকাটা সহজ।

কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম রা. বিশেষভাবে হজরত হুজাইফা রা. রাসুলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করে করে ফিতনা সম্পর্কে এ-জন্য অবগত হয়েছেন, যেন ফিতনা থেকে সহজেই বেঁচে থাকতে পারেন।

হজরত হুজাইফা রা. বলেন—

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ . سَأَلَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ  
مَخَافَةَ أَنْ يُذِرَ كُنِي

লোকেরা রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম এই ভয়ে—যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। (সহিহ মুসলিম : ১৮৪৭)

২. নিজের কলবের ওপর মেহনত করা।

ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য জরুরি হলো, নিজের কলবের ওপর মেহনত করে নিজের ঈমান ও বিশ্বাসকে মজবুত করা। দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখা। নফসের আত্মশুদ্ধি করা। তরবিয়ত এবং জান-মালের প্রতি ভালোবাসা, পশুসুলভ আচরণ ও কামভাবের

ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় ৮

## ইলমি ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য হেদায়েতের উপকরণ ও গোমরাহির উপকরণ

ইলমি, চিন্তাধারা, সন্দেহ ও ভ্রষ্টতার ফিতনা, যার শেষ পরিণতি বেদআত, নিফাক ও কুফরে নিমজ্জিত হওয়া—তা থেকে রক্ষা পেতে নিম্নোক্ত আমলসমূহ করুন—

প্রথম আমল : নিজের মধ্যে হেদায়েতের প্রকৃত তলব সৃষ্টি করা।

হেদায়েতের উপকরণ নিয়ে দেওয়া হলো—

ক. তাকওয়া : খোদাভীতি অবলম্বন করা।

খ. শক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহার : হক ও হাকিকত লাভের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি (চোখ, কান, দিল ও দিমাগ)-কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

গ. চিন্তাভাবনা : গভীর চিন্তাভাবনা ও যাচাই-বাছাই করে কাজ করা।

ঘ. কুরআন ও সুন্নাহর অনুকরণ : কুরআন ও সুন্নাহ শেখার ক্ষেত্রে সালাফে সালিহিন (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত)-এর ব্যাখ্যা শেখা (এবং শেখার যে সহিহ পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতি অনুযায়ী শেখা) এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এগুলোই নিজের দাসত্বরুল আমল তথা কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং এরই দাওয়াত দেওয়া।

ঙ. হেদায়েতের জন্য দুআ করা : হক ও সত্যকে পাওয়ার জন্য পাবন্দির সাথে দুআ করতে থাকা। যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ হয় এবং সঠিক দিকটা বুঝে না আসে, তাহলে বেশি বেশি ইস্তেখারা করে আল্লাহর থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়া।

## ইখতিলাফ থেকে বাঁচার আমল

প্রথম আমল : ইখতিলাফ থেকে এভাবে বেঁচে থাকবে—

১. হক নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকা।
২. ভুল বোঝা থেকে বেঁচে থাকা।
৩. সহ্য করা ও এড়িয়ে চলা।
৪. পরামর্শের পাবন্দি করা।
৫. সমালোচনা ও দোষ খোঁজা থেকে বেঁচে থাকা।
৬. কান-শোনা কথায় ভরসা না করা।
৭. দলগত পক্ষপাতিত্ব থেকে বেঁচে থাকা।
৮. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আমল : ইখতিলাফ এভাবে নিঃশেষ করবে—

১. ইখতিলাফ থেকে দূরে থাকা।
২. কোনো মনঃকষ্ট না রাখা।
৩. তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করা।
৪. ইখতিলাফকে শত্রুতার কারণ না বানানো।

চলুন এবার উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

## দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষার আমল

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে নিম্নোক্ত আমলসমূহ করুন—

ক. সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করা এবং তেলাওয়াত করা।

নবি করিম সা. বলেছেন,

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে। (সহিহ মুসলিম : ৪০৯, মুসনাদে আহমাদ : ২১৮১২)

খ. সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা এবং তেলাওয়াত করা।

حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।

গ. সম্পূর্ণ সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ أَذْرَكَ الدَّجَالَ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ.

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবেই তেলাওয়াত করে, তারপর সে যদি দাজ্জালকে পায় তাহলে দাজ্জাল তার ওপর চড়াও হতে

## ফিতনার প্রকার

সাধারণত ফিতনা তিন প্রকার—

১. সন্দেহ অর্থাৎ ইলমি ফিতনা : এই ফিতনায় নিপতিত ব্যক্তিদের মতবাদ ও আকিদা ভ্রান্ত হয়। তারা সবকিছুই সন্দেহের চোখে দেখে।

পরিণাম : এই ফিতনার শেষ পরিণতি বেদআত, নিফাক ও কুফরে নিমজ্জিত হওয়া।

২. প্রবৃত্তির দাসত্ব অর্থাৎ আমলি ফিতনা : এই ফিতনায় নিপতিত ব্যক্তির কামনা, জৈবিক চাহিদা এবং হারাম স্বাদ আস্বাদনে জড়িত হয়ে যায়।

পরিণাম : পাপাচার ও গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া।

৩. মতানৈক্যের ফিতনা : পরস্পর মতানৈক্য হওয়া।

পরিণাম : পরস্পরে বিশৃঙ্খলা, লড়াই-ঝগড়া, ঘরোয়া ঝগড়া ও হত্যার মতো গর্হিত কাজ সংঘটিত হয়।

### নেয়ামত যখন ফিতনার কারণ

আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। কে কতটা ভালো ও নেক কাজে অগ্রগামী, সে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য কিছু মানুষকে দিয়েছেন দুঃখ ও শোকের পাহাড়। তাওয়াবুল ও ধৈর্যের পরীক্ষা। বিপরীতে কিছু মানুষকে দান করেছেন অব্যাহত সুখ ও রিজিকের প্রাচুর্য। এই ‘নেয়ামতের পরীক্ষায়’ সফল হয়েছেন খুব কমসংখ্যক মানুষ। আল্লাহ পাক বলেন—

‘আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জানমাল ও ফলফসলের